Contents
সাধারণ
জ্ঞান
(তৃতীয় ভাগ)
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধারণ জ্ঞান

(তৃতীয় ভাগ)

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হাফাবা প্রকাশনা-৯৫

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

المعارف العامة (الجزء الثالث)

تأليف : قسم البحوث

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল

মুহার্‌রম ১৪৪১ হিঃ

ভাদ্র ১৪২৬ বাং

সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

General Knowledge (Third Part) by **Department of Research**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770800900, E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

প্রকাশকের কথা

সন্তান-সন্ততি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং তাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা মুসলিম। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথেও প্রয়োজন নানামাত্রিক জ্ঞান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট্ট সোনামণিদেরকে মৌলিক জ্ঞানের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর গবেষণা বিভাগ থেকে পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। এতে প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের বিষয়াদির সাথে ইসলামী আক্বীদা ও আমল সংক্রান্ত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। এটি বিভিন্ন মাদ্রাসা ও ইসলামী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য উপযোগী করে প্রণীত।

আশা করি পুস্তিকাটি ছোট্ট সোনামণিদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পথে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে। এর রচনা ও পরিমার্জনায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে কবূল করুন-আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম

পাঠ-১ : আক্বীদা

১. কোন নবীর আগমনের পরে বিগত সকল এলাহী ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে?

উত্তর : সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পরে।

২. মুমিনের জীবন কোন বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়?

উত্তর : তাওহীদে বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

৩. কুরআনের শুরুতেই মুত্তাক্বীদের প্রথম গুণ হিসাবে কোনটি উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর : গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা *(বাক্বারাহ ২/৩)*।

৪. কখন অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না?

উত্তর : যখন কোন কাজ আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীত হবে *(মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

৫. কারা অদৃশ্যভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্টিকুলের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকেন?

উত্তর : ফেরেশতাগণ *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

৬. মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য হয় কোন কারণে?

উত্তর : আক্বীদা-বিশ্বাসের কারণে।

৭. কোন কারণে বনু আদমের কেউ মুমিন, কেউ কাফির, কেউ মুসলমান?

উত্তর : আক্বীদা-বিশ্বাসের কারণে।

৮. ইসলাম ধর্মের আক্বীদা কিসের উপর ভিত্তিশীল?

উত্তর : তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল।

৯. সর্বোত্তম জিহাদ কি?

উত্তর : অত্যাচারী শাসকের নিকটে হক কথা বলা *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৫)*।

১০. নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী, নূর আহমাদ ইত্যাদি নাম কি সঠিক?

উত্তর : সমাজে প্রচলিত নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী, নূর আহমাদ ইত্যাদি নাম সঠিক নয়। তাই এগুলো পরিবর্তন করতে হবে।

পাঠ-২ : তাওহীদ

১. তাওহীদ কাকে বলে?

উত্তর : আল্লাহকে এক বলে জানা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করাকে 'তাওহীদ' বলা হয়।

২. তাওহীদ কত প্রকার?

উত্তর : তিন প্রকার।

৩. তিন প্রকার তাওহীদ কি কি?

উত্তর : (ক) তাওহীদে রবূবিয়্যাত। **অর্থ :** সৃষ্টি ও প্রতিপালনে আল্লাহ্র একত্ব।
(খ) তাওহীদে ইবাদাত বা উলূহিয়্যাত। **অর্থ :** ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব।
(গ) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত। **অর্থ :** নাম ও গুণাবলীর একত্ব।

৪. 'তাওহীদে রবূবিয়্যাত' দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করা।

৫. আল্লাহ যে একক 'সৃষ্টিকর্তা' এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কতটি আয়াত রয়েছে?

উত্তর : ২৩২টি।

৬. শুধুমাত্র 'তাওহীদে রবূবিয়্যাতে'র উপর ঈমান আনলে কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে কি?

উত্তর : না। শুধুমাত্র 'তাওহীদে রবূবিয়্যাতে'র উপর ঈমান আনলেই কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না যতক্ষণ না 'তাওহীদে ইবাদতে'র উপর খালেছ ঈমান পোষণ করে ও কর্মে বাস্তবায়ন করে।

৭. 'তাওহীদে উলূহিয়্যাত' দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : আল্লাহকে একমাত্র হক্ব মা'বূদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করা। একে 'তাওহীদে ইবাদত'ও বলা হয়।

Contents

৮. সামগ্রিক অর্থে ইবাদত কাকে বলে?

উত্তর : সামগ্রিক অর্থে ইবাদত ঐসকল প্রকাশ্য ও গোপন কাজের নাম যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন।

৯. তাওহীদে 'আসমা ওয়া ছিফাত' দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহ্‌র যে সকল নাম ও গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা হুবহু বিশ্বাস করা। আল্লাহ্‌র শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে 'আসমাউল হুস্‌না' বলা হয়।

১০. 'আসমাউল হুসনা' অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম সমূহ।

১১. হাদীছের ভাষায় আল্লাহ্‌র কয়টি ছিফাতী বা গুণবাচক নাম রয়েছে?

উত্তর : ৯৯টি।

১২. আসমাউল হুসনা জানার ফযীলত কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি উহা (সঠিক উপলব্ধির সাথে) গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৮৭)*।

১৩. আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর : না, করা যাবে না। বরং আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

১৪. আল্লাহ সত্তা ও গুণাবলী কি বান্দার সত্তা ও গুণালীর সাথে তুলনীয়?

উত্তর : না। আল্লাহ সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়।

১৫. ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ে এবং বস্তুর ভাল-মন্দ সম্পর্কে সঠিক ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : আল্লাহ্‌র অহি-র মাধ্যমে।

পাঠ-৩ : শিরক

১. গণক বা ভাগ্য গণনাকারীদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা তার কথায় বিশ্বাস রাখলে কি ধরনের পাপ হবে?

উত্তর : শিরকের পাপ হবে। এরূপ ব্যক্তির ৪০ দিনের ছালাত কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যাবে কি?

উত্তর : না, যাবে না। কেননা এটি বড় শিরক *(কাউছার ১০৮/২)*।

৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা যাবে কি?

উত্তর : না, যাবে না। কেননা এটি বড় শিরক *(আলে ইমরান ৩/৩৫)*।

৪. কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : না, জায়েয নয়। কেননা এটি বড় শিরক *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)*।

৫. কবরে তাওয়াফ করা যাবে কি?

উত্তর : না; কা'বাগৃহ ছাড়া আর কোথাও তাওয়াফ করা জায়েয নয় *(হজ্জ ২২/২৯)*।

৬. আমরা কি মৃত ব্যক্তি বা কোন অলীর নিকট বিপদ হ'তে মুক্তির জন্য সাহায্য চাইতে পারি?

উত্তর : না, বরং আল্লাহ্র নিকটই কেবল সাহায্য প্রার্থনা করব *(আনফাল ৮/৯)*।

৭. আমরা কি গণক ও অদৃশ্যের খবর প্রদানকারীকে বিশ্বাস করতে পারি?

উত্তর : না, অদৃশ্যের (গায়েব) খবর প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না *(নামল ২৭/৬৫)*।

৮. আল্লাহ ব্যতীত কোন পীর বা অলীর নিকট প্রার্থনার বিধান ইসলামে আছে কি?

উত্তর : না, নেই *(শু'আরা ২৬/২১৩)*।

৯. জাদু শিক্ষা বা চর্চা করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ কি বলেছেন?

উত্তর : জাদু চর্চাকারী ব্যক্তি কাফির *(বাক্বারাহ ২/১০২)*।

১০. দুনিয়াতে প্রথম শিরক সংঘটিত হয়েছিল কোন নবীর সম্প্রদায়ের মধ্যে?

উত্তর : নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে।

১১. পৃথিবীতে প্রথম শিরকের প্রচলন হয় কিভাবে?

উত্তর : নেককার ও বুযুর্গ লোকদের প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।

১২. পৃথিবীতে প্রথম কোন শিরকের সূচনা হয়?

উত্তর : মূর্তিপূজার শিরক।

১৩. সূরা নূহের ২৩ আয়াতে বর্ণিত পাঁচজন ব্যক্তির নাম কি, যাদের উপাসনা করা হ'ত?

উত্তর : ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসর।

১৪. উক্ত পাঁচ ব্যক্তি কে ছিলেন?

উত্তর : তারা আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ের নেক্কার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১৫. শয়তানের প্ররোচনায় তারা কি করল?

উত্তর : এইসব নেক্কার লোকদের মূর্তি বানিয়ে রাখল। অবশেষে ঐ মূর্তিগুলিকেই তারা উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দিল।

১৬. তারা এইসব মূর্তির অসীলায় কি করত?

উত্তর : বৃষ্টি প্রার্থনা করত *(বুখারী হা/৪৯২০)*।

১৭. কা'বাগৃহে কে সর্বপ্রথম হুবাল মূর্তির পূজা শুরু করে?

উত্তর : আমর বিন লুহাই।

১৮. ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বীনে প্রথম কে পরিবর্তন আনে?

উত্তর : আমর বিন লুহাই।

১৯. ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্র কোন মূর্তি পূজা করত?

উত্তর : লাত।

২০. 'হুবাল' মূর্তি আরবের কোন গোত্র কর্তৃক পূজিত হ'ত?

উত্তর : কুরায়েশ।

২১. কা'বা ঘরে কয়টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল?

উত্তর : ৩৬০টি।

২২. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) মূর্তিগুলোকে কি করেন?

উত্তর : ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন ও পানি দিয়ে ধৌত করে কা'বা গৃহ পবিত্র করেন।

২৩. আরবের জাহেলী যুগের লোকেরা মূর্তির পার্শ্বে বসে কি করত?

উত্তর : তারা উচ্চকণ্ঠে মূর্তিকে ডাকতো ও তাদের অভাব মোচনের জন্য অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা করত।

২৪. মূর্তির ব্যাপারে জাহেলী যুগের লোকেরা কি ধারণা করত?

উত্তর : মূর্তি তাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করবে *(যুমার ৩৯/৯)* এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে *(ইউনুস ১০/১৮)*।

২৫. জাহেলী যুগের লোকেরা হজ্জ ও তাওয়াফ করত কার উদ্দেশ্যে?

উত্তর : মূর্তির উদ্দেশ্যে।

২৬. জাহেলী আরবরা কার জন্য নযর-নেওয়ায পেশ করত এবং কার নামে কুরবানী করত?

উত্তর : মূর্তির নামে।

২৭. তারা কাকে খুশী করার জন্য গবাদি পশু ও চারণক্ষেত্র মানত করত, যা কেউ ব্যবহার করতে পারত না?

উত্তর : মূর্তিকে।

২৮. তারা বিভিন্ন কাজের ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য কি ব্যবহার করত?

উত্তর : বিভিন্ন প্রকারের তীর ব্যবহার করত *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*।

২৯. নক্ষত্রকে মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ মনে করা কি?

উত্তর : শিরক।

৩০. আল্লাহ মানুষ ও জিনকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

৩১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রোগের আরোগ্যকারী মনে করা কি?

উত্তর : শিরক।

৩২. আল্লাহ জেনে-বুঝে তাঁর সাথে কি করতে নিষেধ করেছেন?

উত্তর : তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার বানাতে *(বাক্বারাহ ২/২১-২২)*।

৩৩. আল্লাহ কোন গুনাহ ক্ষমা করবেন না?

উত্তর : শিরকের গুনাহ *(নিসা ৪/৪৮)*।

৩৪. শিরকের গুনাহকে আল্লাহ কোন অপরাধের সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর : তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া *(নিসা ৪/৪৮)*।

৩৫. কাফির ও মুশরিক-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কাফির আল্লাহকে জেনেও তা গোপন করে ও অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে মুশরিক আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।

৩৬. জাহেলী আরবরা ফেরেশতাদেরকে কি বলত?

উত্তর : আল্লাহ্‌র কন্যা *(ছাফফাত ৩৭/১৫০-৫২)*।

৩৭. তারা জিনদের সাথে আল্লাহ্‌র কেমন সম্পর্ক সাব্যস্ত করত?

উত্তর : আত্মীয়তার সম্পর্ক *(ছাফফাত ৩৭/১৫৮-৫৯)*।

৩৮. তারা পুত্র ও কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কি ধারণা করত?

উত্তর : তারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান ও আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করত *(নাজম ৫৩/২১-১৩)*।

৩৯. মহান আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করাকে পবিত্র কুরআনে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : বড় যুলুম *(লোকমান ৩১/১৩)*।

৪০. লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে শিরক সম্পর্কে কি উপদেশ দেন?

উত্তর : 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*।

পাঠ-৪ : ছালাত

১. প্রশ্ন : ছালাতের পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহ্র নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদতকে ছালাত বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালাম দ্বারা শেষ হয়।

২. প্রশ্ন : ৫ ওয়াক্ত ছালাতে সুন্নাত ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ১০ বা ১২ রাক'আত।

৩. প্রশ্ন : ফজরের সুন্নাত ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ২ রাক'আত।

৪. প্রশ্ন : যোহরের সুন্নাত ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ৪ বা ৬ রাক'আত। প্রথমে ৪ বা ২ এবং শেষে ২ রাক'আত।

৫. প্রশ্ন : মাগরিবের সুন্নাত ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ২ রাক'আত।

৬. প্রশ্ন : এশার সুন্নাত ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ২ রাক'আত।

৭. প্রশ্ন : এশার বিতর ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ১ বা ৩ রাক'আত।

৮. জুম'আর ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ২ রাক'আত।

৯. ঈদের ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ২ রাক'আত।

১০. তারাবীহ্র ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ৩ রাক'আত বিতর সহ ১১ রাক'আত।

১১. জানাযার ছালাত পড়া কি?

উত্তর : ফরযে কেফায়া।

পাঠ-৫ : ছিয়াম

১. 'ছিয়াম'-এর পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, জৈবিক চাহিদাপূরণ ও অন্যায় কর্ম হ'তে বিরত থাকা।

২. সপ্তাহের কোন দুই দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন পসন্দ করতেন এবং কেন করতেন?

উত্তর : সোমবার ও বৃহস্পতিবার। কারণ এ দু'দিন বান্দার আমলনামা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করা হয় *(তিরমিযী হা/৭৫২)*।

৩. রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতের মাধ্যমে?

উত্তর : সূরা বাক্বারাহ-এর ১৮৩ আয়াতের মাধ্যমে।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে'। মুহূর্ত দু'টি কি কি?

উত্তর : ইফতার কালে ও আল্লাহ্‌র দীদার (সাক্ষাৎ) কালে।

৫. ছায়েমের মুখের দুর্গন্ধ সম্পর্কে হাদীছে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ্‌র নিকট ছায়েমের মুখের দুর্গন্ধ মিসকে আম্বরের চেয়ে সুগন্ধিময় *(বুখারী হা/৫৯২৭)*।

৬. ছায়েম কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে?

উত্তর : রাইয়ান।

৭. ছিয়াম রত অবস্থায় কেউ ঝগড়া করতে আসলে ছায়েম কি বলবে?

উত্তর : 'আমি ছায়েম' বলে ঝগড়া হ'তে বিরত থাকবে।

৮. ছিয়াম কোন ধরনের ইবাদত?

উত্তর : শারীরিক ও আত্মীক ইবাদত।

পাঠ-৬ : হজ্জ

১. 'হজ্জ'-এর পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সংকল্প করা।

২. 'ওমরাহ'-এর পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের যেকোন সময় শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতিতে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সংকল্প করা।

৩. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ৩টি। যথা : শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ।

৪. হজ্জের রুকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ৪টি। যথা : ইহরাম বাঁধা, আরাফা ময়দানে অবস্থান করা, ত্বাওয়াফে ইফাযাহ করা ও ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।

৫. ওমরাহ্র রুকন কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ৩টি। যথা : ইহরাম বাঁধা, ত্বাওয়াফ করা ও ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।

৬. ত্বাওয়াফ অর্থ কি?

উত্তর : প্রদক্ষিণ করা।

৭. ত্বাওয়াফ-এর পারিভাষিক অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করাকে ত্বাওয়াফ বলে।

৮. হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়া কি?

উত্তর : সুন্নাত।

৯. কা'বাঘর কতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়?

উত্তর : ৭ বার।

১০. হজ্জ করলে কী ছাওয়াব হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তির হজ্জ 'মাবরূর' হবে তথা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে তার সকল গুনাহখাতা মাফ করে দেয়া হবে এবং সে নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে যাবে *(বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/১৩৫০)*।

পাঠ-৭ : আখেরাত

১. কবরের আযাব কি সত্য?

উত্তর : হ্যাঁ, কবরের আযাব অবশ্যই সত্য *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮)*।

২. মুমিন জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি?

উত্তর : আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি লাভ করা।

৩. আখেরাতের প্রথম মনযিল কোন্টি?

উত্তর : কবর *(তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২)*।

৪. মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত ফেরেশতার নাম কি?

উত্তর : মালাকুল মাউত।

৫. মুমিনের রূহ কবয করার সময় আগত ফেরেশতার সাথে কি থাকে?

উত্তর : জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি।

৬. মৃত্যুর পর মুমিনের আমলনামা কোথায় সংরক্ষিত থাকে?

উত্তর : ইল্লীঈনে।

৭. কবরে মৃত ব্যক্তির নিকট প্রশ্নকারী ফেরেশতাদ্বয়ের নাম কি?

উত্তর : মুনকার ও নাকীর।

৮. ইল্লীঈন কি?

উত্তর : সর্বোচ্চ ও সপ্তম আসমানে সংরক্ষিত মুমিনদের রূহ সমূহের অবস্থান স্থল।

৯. মুমিন ব্যক্তি কবরে কতদিন পর্যন্ত ঘুমাবে?

উত্তর : কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত।

১০. মৃত্যুর পর কাফির ও মুনাফিকের আমলনামা কোথায় সংরক্ষিত থাকে?

উত্তর : সিজ্জীনে।

১১. সিজ্জীন কি?

উত্তর : যমীনের সর্বনিম্নে কাফির বা মুনাফিকের আমলনামা সংরক্ষণের স্থান।

১২. কাফির ব্যক্তির কবরে কেমন ফেরেশতা আসবে?

উত্তর : অন্ধ ও বধির।

১৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতে কোন বিষয় থেকে মুক্তি চাইতেন?

উত্তর : কবরের আযাব থেকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮)*।

১৪. হাশরের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবস্থানস্থল কোথায় হবে?

উত্তর : 'মাক্বামে মাহমূদ' নামক এক সম্মানিত স্থানে *(বনী ইসরাঈল ৭৯)*।

১৫. কাদের রূহ সবুজ পাখির মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতে ইচ্ছামত উড়ে বেড়াবে?

উত্তর : শহীদদের রূহ।

১৬. কোন ছাহাবীকে আল্লাহ জান্নাতে দু'খানা ডানা দান করবেন, যা দিয়ে তিনি জান্নাতের সর্বত্র উড়ে বেড়াতে সক্ষম হবেন?

উত্তর : জা'ফর বিন আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে।

১৭. কোন যুদ্ধে জা'ফর (রাঃ) দু'খানা হাত হারিয়ে শহীদ হয়েছিলেন?

উত্তর : মুতার যুদ্ধে।

১৮. মালাকুল মঊত বা মৃত্যুর ফেরেশতার নাম কি আযরাঈল?

উত্তর : না। মালাকুল মঊতের নাম যে 'আযরাঈল' একথাটি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে।

১৯. মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার কতক্ষণ পরে ফেরেশতাদ্বয় আসেন?

উত্তর : মৃতের চলে যাওয়া সাথীদের জুতার আওয়ায শোনা যায়, এমন সময় ফেরেশতারা এসে যান।

২০. মুমিনের রূহ কবয করার সময় কেমন ফেরেশতা আসেন?

উত্তর : সূর্যের ন্যায় আলোকিত চেহারা বিশিষ্ট উত্তম ফেরেশতা।

২১. মুমিন ব্যক্তির জন্য কবরে কিসের ব্যবস্থা করা হবে?

উত্তর : জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধির।

২২. মুমিন ব্যক্তির জন্য কবরকে কতখানি প্রসারিত করা হবে?

উত্তর : দৈর্ঘ্য প্রস্থে সত্তর গজ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০)*।

২৩. কাফির বা মুনাফিকের রূহ কবয করার পূর্বক্ষণে কেমন ফেরেশতার আগমন ঘটবে?

উত্তর : কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতার।

২৪. কাফির বা মুনাফিকের রূহ কবয করার সময় ফেরেশতাগণ কি নিয়ে আসেন?

উত্তর : দুর্গন্ধযুক্ত পশমী কাপড়, যা থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত পচা লাশের গন্ধ বের হয়।

২৫. কাফির ব্যক্তিকে কবরে কেমন জোরে আঘাত করা হবে?

উত্তর : লৌহ দণ্ড দ্বারা এমন ভীষণ জোরে আঘাত করা হবে যে, ঐ আঘাত যদি পাহাড়ে করা হ'ত তাহ'লে পাহাড় গুড়িয়ে ধূলিস্যাৎ হয়ে যেত *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৩১)*।

২৬. কাফির ব্যক্তির কবর কেমন সংকীর্ণ হবে?

উত্তর : কাফির ব্যক্তির কবর এমন সংকীর্ণ হবে যে দেহের পাঁজর এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাবে।

২৭. কবরের আযাবকে অস্বীকার করে কারা?

উত্তর : খারেজীগণ, অধিকাংশ মু'তাযিলা ও কিছু কিছু মুরজিয়া কবর আযাবকে অস্বীকার করে।

২৮. মানব জীবনের চতুর্থ মনযিল কোনটি?

উত্তর : চতুর্থ মনযিল তথা চূড়ান্ত ঠিকানা বা দারুল কারার হ'ল জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

২৯. হাশর শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : একত্রিত করা।

৩০. হাশরের ময়দানের রং কেমন হবে?

উত্তর : হাশরের ময়দান হবে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এক সমতল ভূমি, যা হবে ছাটাইকৃত আটার একখানা রুটির মত।

৩১. হাশরের ময়দানে সমস্ত লোক কিভাবে উঠবে?

উত্তর : নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাৎনাবিহীন অবস্থায়।

৩২. হাশরের ময়দানে প্রথম কাপড় পরানো হবে কাকে?

উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-কে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৫-৩৬)*।

৩৩. হাশরের মাঠের কতদূর উপরে সূর্য থাকবে?

উত্তর : মাথার এক মাইল উপরে।

৩৪. হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাক স্বীয় পায়ের নলা উন্মোচিত করে কি বলবেন?

উত্তর : সবাইকে সেখানে সিজদা করতে বলবেন।

৩৫. হাশরের ময়দানে কারা আল্লাহ্র পায়ে সিজদা করতে পারবে?

উত্তর : ঈমানদার নারী ও পুরুষ।

৩৬. হাশরের ময়দানে কারা আল্লাহ্র পায়ে সিজদা করতে ব্যর্থ হবে?

উত্তর : যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো বা শুনানোর জন্য ছালাত আদায় করত।

৩৭. হাশরের ময়দানে কয় শ্রেণীর মুমিন আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবে?

উত্তর : সাত শ্রেণীর মুমিন।

পাঠ-৮ : জান্নাত

১. জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?

উত্তর : বাগিচা, বাগান, উদ্যান।

২. জান্নাতের বিপরীতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : জাহান্নাম।

৩. জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানকে কি বলা হয়?

উত্তর : আ'রাফ।

৪. আ'রাফ শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর : উঁচু স্থান।

৫. আ'রাফে কারা থাকবে?

উত্তর : যাদের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ই সমান হবে।

৬. জান্নাতকে ফারসীতে কি বলা হয়?

উত্তর : বেহেশত।

৭. পবিত্র কুরআনে জান্নাত শব্দটি কত স্থানে এসেছে?

উত্তর : ৯৩ স্থানে।

৮. জান্নাতের উভয় কপাটের মধ্যবর্তী প্রশস্ততা কত?

উত্তর : ৪০ (চল্লিশ) বছরের পথ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৯)*।

৯. জান্নাতের দরজা কয়টি?

উত্তর : ৮টি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯)*।

১১. জান্নাতের প্রধান দরজার নাম কি?

উত্তর : বাবুল আমল বা আমলের দরজা।

১২. কাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে?

উত্তর : আবু বকর (রাঃ)-কে *(বুখারী হা/৩৬৬৬)*।

১৩. জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তিকে আল্লাহ কতবড় জান্নাত দিবেন?

উত্তর : দুনিয়ার সমতুল্য এবং তার দশগুণ *(বুখারী হা/৬৫৭১)*।

১৪. জান্নাতের কয়টি স্তর রয়েছে?

উত্তর : ১০০টি।

১৫. জান্নাতের প্রত্যেক স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

উত্তর : যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

১৬. জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের নাম কি?

উত্তর : ফেরদাউস।

১৭. ফেরদাউস থেকে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা কয়টি ও কি কি?

উত্তর : চারটি। যথা : পানি, দুধ, শরাব ও মধু।

১৮. আল্লাহ্‌র আরশ কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ফেরদাউসের উপরে অবস্থিত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭)*।

১৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন জান্নাত প্রার্থনার প্রতি উৎসাহিত করেছেন?

উত্তর : জান্নাতুল ফেরদাউস *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭)*।

২০. জান্নাতের তাঁবু কি দ্বারা তৈরী?

উত্তর : মুক্তা দ্বারা *(বুখারী হা/৭৩৩৭)*।

২১. জান্নাতের তাঁবুর প্রশস্ততা কত হবে?

উত্তর : ৬০ মাইল।

২২. জান্নাতে একটি বিশাল বৃক্ষ আছে। তার প্রশস্ততা কত?

উত্তর : যদি কোন সওয়ারী বৃক্ষটির ছায়ায় একশত বছর পথ চলে তথাপি তার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৫)*।

২৩. জান্নাতের একটি চাবুক পরিমাণ জায়গার মূল্য কেমন?

উত্তর : দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছু অপেক্ষা উত্তম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৩)*।

২৪. জান্নাতের পাত্র সমূহ কেমন হবে?

উত্তর : স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৬)*।

২৭. জান্নাতীদের বয়স কেমন হবে?

উত্তর : জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সকলে ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সের হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৯)*।

২৯. জান্নাতবাসীদের কতটি কাতার হবে?

উত্তর : ১২০টি।

৩০. জান্নাতবাসীদের কাতার সমূহের মধ্যে কয়টি উম্মতে মুহাম্মাদীর হবে?

উত্তর : ৮০টি।

৩১. পূর্বের সকল উম্মতের মধ্য হ'তে জান্নাতবাসীদের কতটি কাতার হবে?

উত্তর : ৪০টি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৪৪)*।

৩২. পরবর্তীতে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা কেমন হবে?

উত্তর : উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির ন্যায়।

৩৫. জান্নাতবাসীদের পেশাব-পায়খানা থাকবে কি?

উত্তর : জান্নাতবাসীগণ খানাপিনা করবে অথচ পেশাব-পায়খানা, কফ-থুথু, সর্দি-কাশি সবকিছু থেকে পবিত্র হবে।

৩৬. জান্নাতীদের ঘাম কেমন হবে?

উত্তর : জান্নাতীদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় বা সুগন্ধিময়।

৩৭. জান্নাতীদের শারীরিক গঠন কেমন হবে?

উত্তর : পিতা আদম (আঃ)-এর ন্যায়, যা উচ্চতায় হবে ৬০ হাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৯)*।

৩৮. সকল মাখলূক কি দ্বারা সৃষ্ট?

উত্তর : পানি দ্বারা।

৩৯. জান্নাতের কংকর কিসের?

উত্তর : মণি-মুক্তার।

৪০. জান্নাতে সপ্তাহের কোনদিন বাযার বসবে?

উত্তর : প্রতি শুক্রবারে।

৪১. জান্নাতের দরজা খুলে দিয়ে ফেরেশতা জান্নাতীদেরকে কি বলে সম্ভাষণ জানাবে?

উত্তর : সালাম দিয়ে সম্ভাষণ জানাবে ও বলবে, আপনারা চিরকাল সুখে থাকুন এবং এখানে অনন্তকালের জন্য প্রবেশ করুন *(যুমার ৩৯/২৩)*।

৪২. জান্নাতীদেরকে কিসের পাত্র পরিবেশন করা হবে?

উত্তর : স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র *(যুখরুফ ৪৩/৭১)*।

৪৩. জান্নাতীগণ কেমন সিংহাসনে বসবে?

উত্তর : স্বর্ণখচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে।

৪৪. জান্নাতীদের খাদেম কারা হবে?

উত্তর : কিশোর বালকরা।

৪৫. জান্নাতীদের নিকট রুচিসম্মত কিসের গোশত পরিবেশন করা হবে?

উত্তর : পাখির গোশত।

৪৬. জান্নাতীদের পোশাক কেমন হবে?

উত্তর : পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড়।

৫৭. জান্নাতীদের অলংকার কেমন হবে?

উত্তর : স্বর্ণ ও মণিকাঞ্চন শোভিত কংকন।

৫৮. শহীদদের জন্য জান্নাতে কয়জন করে হূর থাকবে?

উত্তর : ৭০ জন।

Contents

পাঠ-৯ : জাহান্নাম

১. জাহান্নাম কি?

উত্তর : এটি হ'ল অহংকারী ও পাপীদের মর্মান্তিক আবাসস্থল।

২. জাহান্নাম শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

উত্তর : আরবী ভাষার শব্দ।

৩. জাহান্নাম কি বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, জাহান্নাম ও তার ভিতরকার সবকিছু বর্তমান সৃষ্ট অবস্থায় আছে।

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখন জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন?

উত্তর : মি'রাজের সফরে।

৫. জাহান্নাম শব্দটি কুরআনের কত স্থানে উল্লিখিত হয়েছে?

উত্তর : ৭২ স্থানে।

৬. জাহান্নামের আগুন পার্থিব আগুনের চেয়ে কতগুণ উত্তাপসম্পন্ন?

উত্তর : ৭০ গুণ।

৭. হাশরের ময়দানে জাহান্নামকে কত হাযার লাগাম দিয়ে টেনে আনা হবে?

উত্তর : ৭০ হাযার।

৮. জাহান্নামের প্রতিটি লাগাম ধরে কতজন ফেরেশতা টেনে আনবে?

উত্তর : প্রতিটি লাগাম ৭০ হাযার ফেরেশতা টানতে থাকবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৬)*।

৯. জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে কোন ব্যক্তির?

উত্তর : আবু তালিবের।

১০ জাহান্নামীদের সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি কিভাবে হবে?

উত্তর : দু'টি আগুনে উত্তপ্ত জুতা জোড়া দু'পায়ে পরানো হবে, যাতে তার মগজ ফুটতে থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৬৮)*। সেটাই হবে সর্বাপেক্ষা হালকা আযাব *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৭)*।

১১. জাহান্নামের গভীরতা কত?

উত্তর : জাহান্নাম এত গভীর যে, একটি বড় পাথর তার ভিতর নিক্ষেপ করলে ৭০ বছরেও তলদেশে পৌঁছবে না।

১২. দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে একবার জাহান্নামে ঢুকিয়ে বের করে আনা হ'লে সে কী বলবে?

উত্তর : সে বলবে, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনই সুখে ছিলাম না।

১৩. দুনিয়ার সর্বাধিক কষ্টভোগকারী ব্যক্তিকে একবার জান্নাতে ঢুকিয়ে বের করে আনা হ'লে সে কি বলবে?

উত্তর : আল্লাহ্র কসম! আমি কখনই কষ্টে পতিত হইনি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯)*।

১৪. জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিসের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাইবে?

উত্তর : গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ দিয়ে হ'লেও *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৭০)*।

১৫. ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে কিভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে?

উত্তর : দু'টি পনিরের আকৃতি বানিয়ে।

১৬. আল্লাহ জাহান্নাম পূর্ণ করতে কি করবেন?

উত্তর : স্বীয় পা জাহান্নামে সমর্পণ করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৯৫)*।

১৭. আল্লাহ স্বীয় পা জাহান্নামে প্রবেশ করালে জাহান্নাম কি বলবে?

উত্তর : যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৯৫)*।

১৮. জাহান্নামীরা কি অবস্থায় থাকবে?

উত্তর : পায়ে শিকল ও গলায় বেড়ী পরিহিত অবস্থায় *(রা'দ ১৩/৫; দাহর ৭৬/৪)*।

১৯. জাহান্নামীদেরকে কত হাত লম্বা শিকলে শৃঙখলিত করা হবে?

উত্তর : ৭০ হাত।

২০. জাহান্নামের জ্বালানী কি হবে?

উত্তর : পাপী মানুষ ও পাথর *(বাক্বারা ২৪)*।

২১. জাহান্নামীদের খাদ্য কি হবে?

উত্তর : কাঁটাযুক্ত যাক্কূম বৃক্ষ।

২২. যাক্কূম বৃক্ষ কেমন করে পেটে ফুটতে থাকবে?

উত্তর : গলিত তামার মত (দুখান ৪৪/৪৩-৪৫)।

২৩. যাক্কূম বৃক্ষ কোথা থেকে উদ্গত হবে?

উত্তর : জাহান্নামের মূল থেকে।

২৪. যাক্কূম বৃক্ষের গুচ্ছ দেখতে কেমন হবে?

উত্তর : শয়তানের মাথার মত।

২৫. যাক্কূম বৃক্ষ পেয়ে জাহান্নামীরা কি করবে?

উত্তর : জাহান্নামীরা তা ভক্ষণ করবে ও তা দ্বারা পেট ভর্তি করবে।

২৬. যদি যাক্কূম বৃক্ষ রসের একটি ফোঁটা এই দুনিয়াতে পড়ে, তাহলে অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : গোটা দুনিয়াবাসীর জীবন ধারণের উপকরণ সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৮৩)*।

২৭. জাহান্নামীরা পানি চাইলে কেমন পানি পান করতে দেওয়া হবে?

উত্তর : ফুটন্ত গরম পানি।

২৮. ফুটন্ত পানি জাহান্নামীরা কেমনভাবে পান করবে?

উত্তর : পিপাসিত উটের মত।

২৯. ফুটন্ত পানি পান করলে জাহান্নামীদের অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : ফুটন্ত পানি জাহান্নামীদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

৩০. জাহান্নামীদেরকে কেমন পানি পান করানো হবে?

উত্তর : জাহান্নামের পুঁজ মিশানো পানি *(ইবরাহীম ১৪/১৬)*।

৩১. পুঁজ মিশ্রিত পানি জাহান্নামীদের কী করবে?

উত্তর : মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে *(কাহফ ১৮/২৯)*।

৩২. জাহান্নামীদের পোশাক কিসের তৈরী হবে?

উত্তর : আগুনের।

৩৩. জাহান্নামীদের মাথার উপরে কেমন পানি ঢালা হবে?

উত্তর : ফুটন্ত পানি।

৩৪. ফুটন্ত পানির প্রভাবে জাহান্নামীদের অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : জাহান্নামীদের পেটের ভিতরকার সবকিছু এবং দেহের চামড়া গলে বের হয়ে যাবে।

৩৫. জাহান্নামের কয়টি স্তর রয়েছে?

উত্তর : ৭টি।

৩৬. জাহান্নামের ৭টি স্তর কি কি?

উত্তর : জাহান্নাম, লাযা, হুত্বামাহ, সা'ঈর, সাকার, জাহীম, হাভিয়াহ।

৩৭. জাহান্নামের স্তর সমূহের মধ্যে সবার উপরের স্তর কোনটি?

উত্তর : জাহান্নাম।

৩৮. জাহান্নামের স্তর সমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?

উত্তর : হাভিয়াহ।

৩৯. জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে কোন শ্রেণীর মানুষ?

উত্তর : প্রকৃত মুনাফিকগণ।

৪০. আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীগণ কোন জাহান্নামে থাকবে?

উত্তর : হাভিয়াহতে।

পাঠ-১০ : ইসলামের ইতিহাস

১. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম কি কি?

উত্তর : আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, শু'আয়েব, মূসা, হারূণ, ইউনুস, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, যুল-কিফল, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

৩. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে শেষ নবী ঘোষণা দিয়েছেন?

উত্তর : সূরা আহযাব ৪০ আয়াত।

৪. মসজিদে যেরার কি?

উত্তর : এটি মদীনার অনতিদূরে মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করার জন্য এটা তৈরী হয়েছিল *(তওবা ১০৭)*।

৫. কুরবানীর প্রথা কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর : আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র ক্বাবীল ও হাবীল প্রদত্ত কুরবানী থেকে।

৬. ইবরাহীম (আঃ) কাকে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন?

উত্তর : তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে।

৭. দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম কোন নবী বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন?

উত্তর : নূহ (আঃ)।

৮. নূহ (আঃ) কত বছর দাওয়াত দিয়েছিলেন?

উত্তর : ৯৫০ বছর।

৯. কতজন ব্যক্তি নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত কবুল করেছিলেন?

উত্তর : প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ৮০ জন পুরুষ ও নারী।

পাঠ-১১ : কা‘বা পরিচিতি

১. কা‘বা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : সঊদী আরবের মক্কায়।

২. পৃথিবীতে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম গৃহের নাম কি?

উত্তর : কা‘বা *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*।

কা‘বা

৩. কা‘বা সর্বপ্রথম কারা নির্মাণ করেন?

উত্তর : ফেরেশতাগণ।

৪. কা‘বা গৃহ এ পর্যন্ত কতবার সংস্কার করা হয়েছে?

উত্তর : ১০ বার।

৫. মুসলমানগণ কোন দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন?

উত্তর : কা‘বার দিকে।

হাজারে আসওয়াদ

৬. পৃথিবীর নাভিস্থল বলা হয় কাকে?

উত্তর : কা‘বাকে।

৭. কা‘বার চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকে কি বলে?

উত্তর : ত্বাওয়াফ বলে।

৮. হাত্বীম কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : কা‘বা গৃহের মূল ভিতের উত্তর দিকে অবস্থিত।

৯. মাক্বামে ইবরাহীম কাকে বলে?

উত্তর : কা‘বার পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে পিতা ইবরাহী (আঃ)-এর দাঁড়ানোর স্থানকে ‘মাক্বামে ইবরাহীম’ বলা হয়।

১০. হাজারে আসওয়াদ অর্থ কি?

উত্তর : কালো পাথর।

১১. হাজারে আসওয়াদ প্রথমে কেমন ছিল?

উত্তর : দুধ বা বরফের চেয়েও সাদা ও মসৃণ। পরে মানুষের পাপের কারণে তা কালোবর্ণ হয়ে যায় *(তিরমিযী হা/৮৭৭)*।

১২. হাজারে আসওয়াদ কোথা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর : জান্নাত থেকে।

১৩. হাজারে আসওয়াদ বর্তমানে কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

১৪. বায়তুল্লাহ বা কা'বা গৃহে ছালাত আদায় করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যায়?

উত্তর : অন্য মসজিদ থেকে ১ লক্ষ গুণ বেশী।

১৫. মদীনা থেকে কা'বা দূরত্ব কত?

উত্তর : ৪৬০ কিলোমিটার।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের কথা

পাঠ-১ : বাংলাদেশের ইতিহাস

❖ ভাষা আন্দোলন :

১. উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রথম কত সালে গৃহীত হয়?

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।

২. পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবী জানান কে?

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে)।

৩. ইউনেস্কো কবে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষাণা করে?

উত্তর : ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর।

৪. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কি বার ছিল?

উত্তর : বৃহস্পতিবার।

৫. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা সনের কত তারিখ ছিল?

উত্তর : ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৮।

৬. বাংলা পাকিস্তানে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায় কবে?

উত্তর : ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ সালে।

৭. বাংলা একাডেমীর প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

উত্তর : মাওলানা আকরম খাঁ।

৮. ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়?

উত্তর : বাংলা একাডেমী।

❖ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ :

১. মুক্তিযুদ্ধ কি?

উত্তর : দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করা হয় তাকে মুক্তিযুদ্ধ বলে।

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কতদিন যাবৎ চলেছিল?

উত্তর : প্রায় ৯ মাস।

২. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী।

৩. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কবে?

উত্তর : ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

৪. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে কবে?

উত্তর : ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

৫. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কতটি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

উত্তর : ১১টি সেক্টরে।

৬. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠন করা হয়?

উত্তর : মুজিবনগর, মেহেরপুর।

৭. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় বন্দী ছিলেন?

উত্তর : পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী জেলখানায়।

৮. মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত যোদ্ধার সংখ্যা কত?

উত্তর : ৬৭৬ (৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন বীর-উত্তম, ১৭৫ জন বীরবিক্রম ও ৪২৬ জন বীরপ্রতীক)।

পাঠ-২ : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অনুপাত কত?

উত্তর : দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬।

২. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার লাল বৃত্তের মাপ কত?

উত্তর : লাল বৃত্ত পতাকার ৫ ভাগের ১ ভাগ।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার আকার কেমন?

উত্তর : আয়তকার।

৪. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?

উত্তর : কামরুল হাসান।

৫. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম কে উত্তোলন করেন?

উত্তর : আ.স.ম. আব্দুর রব।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের মানচিত্র

১. প্রশ্ন : মানচিত্র কাকে বলে?

উত্তর : কোন অঞ্চল বা এলাকার অংশবিশেষকে কোন সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কন করাকে মানচিত্র বলে।

২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সীমা কি?

উত্তর : উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও মিয়ানমান এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও কুচবিহার অবস্থিত।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের কৃষি, খনিজ ও বনজ সম্পদ

❖ কৃষি সম্পদ :

১. বাংলাদেশের মোট জমির পরিমাণ কত?

উত্তর : ১ কোটি ৪৫ লাখ ৭৭ হাযার ৭৭১ হেক্টর।

২. চাষাবাদের সুবিধার্থে বাংলাদেশের ঋতুকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?

উত্তর : ৬ ভাগে। যথা : গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল, হেমন্তকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল।

৩. রবি শস্য কাকে বলে?

উত্তর : শীতকালীন শস্যকে।

৪. খরিফ শস্য কাকে বলে?

উত্তর : গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।

৫. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্যগুলো কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্যগুলো হ'ল- ধান, পাট, চা, আলু, আখ, কলাই, ডাল, মসলা, সরিষা, তুলা, শাকসবজি ইত্যাদি।

৬. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?

উত্তর : পাট।

৭. বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল কোনটি?

উত্তর : চা।

৮. বাংলাদেশের কোন যেলাকে শস্যভাণ্ডার বলা হয়?

উত্তর : বরিশাল যেলাকে।

৯. বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য কি?

উত্তর : ধান।

১০ বাংলাদেশের ধান প্রধানত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : ৪ প্রকার। যথা : ১. আউশ, ২. আমন, ৩. বোরো ও ৪. ইরি।

১১. পাটকে কি বলা হয়?

উত্তর : সোনালী আঁশ বলা হয়।

১২. বাংলাদেশের কোন কোন যেলায় চা উৎপন্ন হয়?

উত্তর : মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাঙ্গামাটি, পঞ্চগড় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলায়।

❖ খনিজ সম্পদ :

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদগুলো কি?

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি, কঠিন শিলা, কাচবালি, তামা, গন্ধক, আকরিক লৌহ, পিট কয়লা, জ্বালানী তেল ইত্যাদি।

২. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস।

৩. বাংলাদেশের প্রধান গ্যাক্ষেত্র কোনটি?

উত্তর : হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র (সিলেট)।

৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?

উত্তর : তিতাস গ্যাসক্ষেত্র।

তিতাস গ্যাসক্ষেত্র

৫. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর পাওয়া গেছে?

উত্তর : সিলেটের টেকেরহাট, ভাঙ্গারহাট, জাফলং, লালঘাট ও বাগলিবাজরিতে; কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে এবং নওগাঁর বদলগাছিতে।

৬. বাংলাদেশের কোন কোন যেলায় কয়লা পাওয়া গেছে?

উত্তর : দিনাজপুর, জয়পুরহাট, সিলেট, ফরিদপুর, খুলনা ও চাঁপাই নবাবগঞ্জে।

৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কয়লা খনি কোনটি?

উত্তর : দিনাজপুর যেলার দীঘিপাড়া।

৮. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় সিলিকা বালু পাওয়া গেছে?

উত্তর : হবিগঞ্জের শাহজীবাজার, জামালপুরের বালিঝুরি ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে।

৯. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় কঠিন শিলা পাওয়া গেছে?

উত্তর : রংপুরের বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুরে এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়ায়।

১০. বাংলাদেশের কোয়ায় গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে?

উত্তর : কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়।

১১. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে?

উত্তর : নেত্রকোনার বিজয়পুরে, চট্টগ্রামের পটিয়া ও নওগাঁর পত্নীতলায়।

১২. বাংলাদেশের কোথায় ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে?

উত্তর : মৌলভীবাজার যেলার কুলাউড়া পাহাড়ে।

১৩. বাংলাদেশের কোথায় তেজস্ক্রিয় বালু পাওয়া গেছে?

উত্তর : কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে।

সুন্দরবন

❖ বনজ সম্পদ :

১. বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ কত?

উত্তর : ২৫ লক্ষ ৮৭ হাযার ৭০০ হেক্টর।

২. বাংলাদেশের বনাঞ্চলের আয়তন কত?

উত্তর : ১২ হাযার ৫৯২ বর্গ কিলোমিটার।

৩. বাংলাদেশের বনভূমিকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?

উত্তর : ৪টি অঞ্চলে। যথা : ১. পাহাড়ী বনাঞ্চল ২. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ৩. সমতল এলাকার শালবন ও ৪. গ্রামীণ বন।

৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম বন কোনটি?

উত্তর : সুন্দরবন।

৫. সুন্দরবনের আয়তন কত?

উত্তর : ৫,৭৪৭ বর্গ কিলোমিটার।

৬. সুন্দরবনে কোন কোন গাছ বেশী পাওয়া যায়?

উত্তর : সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, গোলপাতা প্রভৃতি।

৭. সুন্দরবনে প্রাণিজ সম্পদ কি কি?

উত্তর : রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, সাপ ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

৮. মধুপুর বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : গাযীপুর, টাংগাইল ও ময়মনসিংহ যেলায়।

৯. মধুপুর বনাঞ্চলে প্রধান বৃক্ষ কি?

উত্তর : শাল।

১০. বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ কোনটি?

উত্তর : বৈলাম বৃক্ষ (প্রায় ২৪০ ফুট উঁচু)।

রাবার গাছ

১১. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় রাবার বাগান রয়েছে?

উত্তর : কক্সবাজারের রামুতে, টাংগাইলের মধুপুরে ও চট্টগ্রামের রাউজানে।

১২. পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন কোনটি?

উত্তর : সুন্দরবন।

১৩. সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ' হিসাবে ঘোষণা করে কোন সংস্থা?

উত্তর : UNESCO (ইউনেসকো)।

রাবার বাগান

Contents

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের শিল্প কলকারখানা

১. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান কত?

উত্তর : ৩২.৪৮ ভাগ।

২. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে কোন খাত থেকে?

উত্তর : তৈরী পোশাক থেকে।

৩. বাংলাদেশে কয়টি পাটকল আছে?

উত্তর : ৩৪টি।

৪. বাংলাদেশের কয়টি বস্ত্রকল আছে?

উত্তর : ১৪টি।

৫. বাংলাদেশের কয়টি চিনিকল আছে?

উত্তর : ১৪টি।

৬. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কোনটি?

উত্তর : কেরু এণ্ড কোং লি. (দর্শনা)।

৭. বাংলাদেশের সার কারখানা কয়টি?

উত্তর : ৮টি।

৮. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা কোনটি?

উত্তর : যমুনা সার কারখানা।

৯. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাগজকল কোনটি?

উত্তর : কর্ণফুলী পেপার মিল।

১০. কর্ণফুলী পেপার মিল কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায়।

১১. বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা কয়টি?

উত্তর : ৩টি।

১২. বাংলাদেশের মেশিনারী টুলস কারখানা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : গাযীপুর।

১৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : চট্টগ্রাম স্টিল মিল (চট্টগ্রাম)।

১৪. বাংলাদেশের একমাত্র রেল নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১৫. বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

তেল শোধনাগার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম

পাঠ-৬ : খাদ্য ও পুষ্টির কথা

১. খাদ্য কি?

উত্তর : যা খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে তাকে খাদ্য বলে।

২. খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ৬টি। যথা : ১. প্রোটিন ২. কার্বোহাইড্রেট ৩. স্নেহ ৪. ভিটামিন ৫. খনিজ লবণ ও ৬. পানি।

৩. মানবদেহে প্রতিদিন কত লিটার পানির প্রয়োজন?

উত্তর : ৩ লিটার।

৪. আদর্শ খাদ্য কোনটি?

উত্তর : দুধ।

৫. রোগ প্রতিরোধক খাদ্য কোনগুলি?

উত্তর : শাকসবজি।

৬. স্নেহ জাতীয় পদার্থের কাজ কি?

উত্তর : দেহে তাপ উৎপাদন এবং কাজ করার শক্তি দেয়।

৭. স্নেহ জাতীয় খাদ্য কোন রোগ প্রতিরোধ করে?

উত্তর : চর্মরোগ।

৮. ভিটামিনের কাজ কি?

উত্তর : দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা।

৯. সূর্যের আলো থেকে আমরা কোন ভিটামিন পাই?

উত্তর : ভিটামিন-ডি।

১০. কোন ভিটামিনের অভাবে সর্দি-কাশি দেখা দেয়?

উত্তর : ভিটামিন-সি।

১১. কোন ভিটামিনের অভাবে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয়?

উত্তর : ভিটামিন-বি।

১২. কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়?

উত্তর : ভিটামিন-এ।

তৃতীয় অধ্যায় : পৃথিবী কথা

পাঠ-১ : পৃথিবীর পরিচয়

৩. পৃথিবীর আয়তন কত?

উত্তর : একান্ন কোটি এক লক্ষ পাঁচ শত (৫১,০১,০০৫০০) বর্গ কিলোমিটার।

৮. মহাকাশ কি?

উত্তর : আকাশের নীল অংশের পরের অংশকে মহাকাশ বলে।

১. পৃথিবী হ'তে সূর্যের গড় দূরত্ব কত?

উত্তর : চৌদ্দ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ (১৪,৯৫,০০,০০০) কিলোমিটার।

২. সমগ্র পৃথিবীর কত ভাগ মাটি আর কত ভাগ পানি?

উত্তর : ৩০ ভাগ মাটি আর ৭০ ভাগ পানি।

পাঠ-২ : পৃথিবীর উচ্চতম ও গভীরতম

১. পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম কি?

উত্তর : মাউন্ট এভারেস্ট।

২. পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমির নাম কি?

উত্তর : পামির মালভূমি।

৪. পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধের নাম কি?

উত্তর : রিগান বাঁধ (রাশিয়া)।

৫. পৃথিবীর উচ্চতম ভবনের নাম কি?

উত্তর : বুর্জ খলীফা, দুবাই।

৬. পৃথিবীর উচ্চতম স্তম্ভের নাম কি?

উত্তর : ওয়ারশ রেডিও মাস্তুল (পোল্যান্ড)।

মাউন্ট এভারেস্ট

৭. পৃথিবীর উচ্চতম মিনারের নাম কি?

উত্তর : হাসান মসজিদের মিনার (মরক্কো)।

৩. পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম কি?

উত্তর : অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত (ভেনিজুয়েলা)।

৯. পৃথিবীর উচ্চতম শহরের নাম কি?

উত্তর : ওয়েন চুয়ান (চীন)।

১০. পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানীর নাম কি?

উত্তর : লাপাজ (বলিভিয়া)।

অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত

১১. পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগরের নাম কি?

উত্তর : প্রশান্ত মহাসাগর।

১২. পৃথিবীর গভীরতম খালের নাম কি?

উত্তর : পানামা খাল।

১৩. পৃথিবীর গভীরতম হ্রদের নাম কি?

উত্তর : বৈকাল হ্রদ (সাইবেরিয়া)।
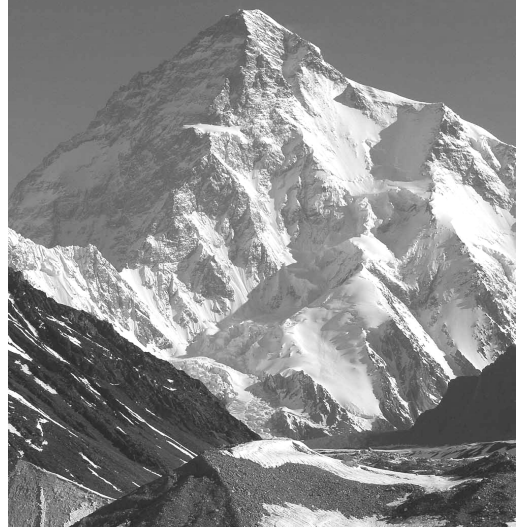
বৈকাল হ্রদ

পাঠ-৩ : পৃথিবীর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম

পৃথিবীর বৃহত্তম :

১. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশের নাম কি?

উত্তর : এশিয়া মহাদেশ।

২. আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশের নাম কি?

উত্তর : রাশিয়া।

৩. আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগরের নাম কি?

প্রশান্ত মহাসাগর

উত্তর : প্রশান্ত মহাসাগর।

৪. পৃথিবীর বৃহত্তম সাগরের নাম কি?

উত্তর : দক্ষিণ চীন সাগর।

৫. পৃথিবীর বৃহত্তম উপসাগরের নাম কি?

উত্তর : মেক্সিকো উপসাগর।

৯. পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমির নাম কি?

উত্তর : সাহারা মরুভূমি।

সাহারা মরুভূমি

৬. পৃথিবীর বৃহত্তম সুপেয় পানির হ্রদের নাম কি?

উত্তর : সুপিরিয়র হ্রদ।

৭. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের নাম কি?

উত্তর : গ্রীনল্যান্ড দ্বীপ।

৮. পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাতের নাম কি?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত

১০. পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর নাম কি?

উত্তর : আমাজন নদী।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম :

১. আয়তনে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ কোনটি?

উত্তর : ওশেনিয়া/অস্ট্রেলিয়া।

২. আয়তনে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি?

উত্তর : ভ্যাটিকান সিটি।

৩. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখির নাম কি?

উত্তর : হামিং বার্ড।

৪. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীর নাম কি?

উত্তর : ডি রিভার (অরেগন, আমেরিকা)।

৫. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সাগরের নাম কি?

উত্তর : আইরিশ সাগর।

৬. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাসাগরের নাম কি?

উত্তর : অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগর।

অ্যান্টার্কটিকা মহাসাগর

Contents

পাঠ-৪ : পৃথিবীর দীর্ঘতম

১. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদের নাম কি?

উত্তর : নীল নদ।

২. পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের নাম কি?

উত্তর : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, বাংলাদেশ।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

৩. পৃথিবীর দীর্ঘতম খালের নাম কি?

উত্তর : গ্রান্ডখাল (চীন)।

৪. পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতুর নাম কি?

উত্তর : তানইয়াং-খুনশান (চীন)। ১৬৪ কি.মি.।

৫. পৃথিবীর দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতুর নাম কি?

উত্তর : আকাশি কাইকিও (জাপান)।

৬. পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাচীরের নাম কি?

উত্তর : চীনের মহাপ্রাচীর।

চীনের মহাপ্রাচীর

৭. পৃথিবীর দীর্ঘতম সাপের নাম কি?

উত্তর : অ্যানাকোন্ডা (দক্ষিণ আমেরিকা)।

৮. পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথের নাম কি?

উত্তর : ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ।

৯. পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালার নাম কি?

উত্তর : আন্দিজ পর্বতমালা।

১০. পৃথিবীর দীর্ঘতম গলাবিশিষ্ট প্রাণী

উত্তর : জিরাফ।

১১. পৃথিবীর দীর্ঘতম কৃত্রিম খালের নাম কি?

উত্তর : সুয়েজ খাল।

আন্দিজ পর্বতমালা

বিভিন্ন দেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও মহাদেশ

ইউরোপ মহাদেশ

দেশের নাম	রাজধানীর নাম	মুদ্রার নাম	ভাষা
নেদারল্যান্ডস	আমস্টারডাম	ইউরো	ডাচ
পোল্যান্ড	ওয়ারশ	জলোটি	পোলিশ
হাঙ্গেরি	বুদাপেস্ট	ফরিন্ট	হাঙ্গেরিয়ান
মাল্টা	ভেলেটা	ইউরো	মাল্টিজ
মোনাকো	মোনাকো	ইউরো	ফ্রেঞ্চ
ক্রোয়েশিয়া	জাগরেব	কুনা	ক্রোশিয়ান
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	ইউরো	জার্মান
আফ্রিকা মহাদেশ			
আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	দীনার	আরবী
ক্যামেরুন	ইয়াওউন্ডে	ফ্রাংক	ইংরেজী
আইভরিকোস্ট	আবিদজান	ফ্রাংক	ফ্রেঞ্চ
জিবুতি	জিবুতি	ফ্রাংক	আরবী
মিসর	কায়রো	পাউন্ড	আরবী
ইথিওপিয়া	আদ্দিস আবাবা	বির	আমহারিক
গাম্বিয়া	বানজুল	দালাসি	ইংরেজী
ঘানা	আক্রা	সিডি	ইংরেজী

গিনি	কোনাক্রি	ফ্রাংক	ফ্রেঞ্চ
কেনিয়া	নাইরোবি	শিলিং	সোয়াহিলি
লাইবেরিয়া	মনরোভিয়া	ডলার	ইংরেজী
লিবিয়া	ত্রিপোলি	দীনার	আরবী
মালি	বামাকো	ফ্রাংক	ফ্রেঞ্চ
মরক্কো	রাবাত	দিরহাম	আরবী
মোজাম্বিক	মাপুটো	মেটিকেল	পর্তুগিজ
নামিবিয়া	উইন্ডহক	ডলার	ইংরেজী
নাইজার	নিয়ামে	ফ্রাংক	ফ্রেঞ্চ
নাইজেরিয়া	আবুজা	নাইরা	ইংরেজী
রুয়ান্ডা	কিগালি	ফ্রাংক	কিনয়ারোয়ান্ডা
সেনেগাল	ডাকার	ফ্রাংক	ফ্রেঞ্চ
সিয়েরা লিওন	ফ্রিটাউন	লিওন	ইংরেজী
সোমালিয়া	মোগাদিসু	শিলিং	আরবী
দক্ষিণ আফ্রিকা	প্রিটোরিয়া	র‍্যান্ড	আফ্রিকান
দক্ষিণ সুদান	জুবা	পাউন্ড	ইংরেজী
সুদান	খার্তুম	পাউন্ড	আরবী
তিউনিসিয়া	তিউনিস	দীনার	আরবী
উগান্ডা	কাম্পালা	শিলিং	ইংরেজী
জাম্বিয়া	লুসাকা	কোয়াচা	ইংরেজী
জিম্বাবুয়ে	হারারে	ডলার	ইংরেজী

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নতুন ও পুরাতন নাম

নতুন নাম	পুরাতন নাম
জাপান	নিপ্পন
লিবিয়া	ত্রিপলী
শ্রীলংকা	সিংহল
ইরাক	মেসোপটেমিয়া
ইরান	পারস্য
চীন	ক্যাথে
তাইওয়ান	ফরমোজা
থাইল্যান্ড	শ্যামদেশ
মায়ানমার	বার্মা
সুইজারল্যান্ড	হেলভেটিয়া
মালয়েশিয়া	মালয়
জিম্বাবুয়ে	দক্ষিণ রোডেশিয়া
ঘানা	গোল্ড কোস্ট
ইথিওপিয়া	আবিসিনিয়া
কঙ্গো	জায়ার
ইন্দোনেশিয়া	ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া
ফ্রান্স	গল
জার্মানি	ডয়েচল্যান্ড
জাম্বিয়া	উত্তর রোডেশিয়া
পোল্যান্ড	পোলাস্কা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক উপনাম

উপনাম	দেশ বা স্থানের নাম
মসজিদের শহর	ঢাকা ও ইস্তাম্বুল
রিকশার শহর	ঢাকা, বাংলাদেশ
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
প্রচীরের শহর	চীন
সকাল বেলার শান্তি	কোরিয়া
অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ	আফ্রিকা
চিরশান্তির দেশ	রোম (ইতালি)
পিরামিডের শহর	মিসর
মন্দিরের শহর	বেনারস, ভারত
সূর্যোদয়ের দেশ	জাপান
পোপের শহর	রোম (ইতালি)
সাদা হাতির দেশ	থাইল্যান্ড
হাযার দ্বীপের দেশ	ফিনল্যান্ড
নিষিদ্ধ দেশ	তিব্বত
চীনের দুঃখ	হোয়াংহো নদী
পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ	কাশ্মীর
নিশীথ সূর্যের দেশ	নরওয়ে
মুক্তার দেশ	বাহরাইন
নীল নদের দেশ	মিসর
ক্যাঙ্গারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া
স্বর্ণের শহর	জোহান্সবার্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
পশু পালনের দেশ	তুর্কিস্তান

চতুর্থ অধ্যায় : আবিষ্কার

আবিষ্কারের কথা

১. টেলিফোন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল, যুক্তরাষ্ট্র।

২. ক্যামেরা কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : জাইস, জার্মানি।

ক্যামেরা

টেলিফোন

৩. থার্মোমিটার কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ফারেনহাইট, জার্মানি।

৪. দূরবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : গ্যালিলিও, ইতালি।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র

৬. বৈদ্যুতিক বাতি কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : টমাস আলভা এডিসন, ইংল্যান্ড।

৫. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : এইকেন, যুক্তরাষ্ট্র।

৭. রেলওয়ে ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : স্টিভেনসন, ইংল্যান্ড।

৮. অনুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : লিউয়েন হুক, যুক্তরাষ্ট্র।

কম্পিউটার

অনুবীক্ষণ যন্ত্র

৯. রেডিও কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : মার্কনী, ইতালি।

রেডিও

এক্সরে

১০. এক্সরে কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : কনরাড উইলহেম রঞ্জেন, জার্মানি।

১১. টেলিভিশন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : জন এল বেয়ার্ড, স্কটল্যান্ড।

টেলিভিশন

১৪. চশমা কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : আলেকজান্ডার ডি. স্পিনা।

চশমা

১৫. রকেট ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : ড. রবার্ট হ্যারিং গভার্ড।

১২. উড়োজাহাজ কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের উইলভার রাইট এবং অরভিল রাইট (দুই ভাই)।

রকেট

উড়োজাহাজ